ভোরের কাগজ

২০

তারিখ ... APR. 0 4 2000
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

কলেজ শিক্ষাকে নন ভ্যাকেশন ঘোষণার সরকারি উদ্যোগ ৬ মাস ফাইল চাপা

ঘোষিত শিক্ষাপঞ্জি ও ছুটির তালিকা নিয়ে শিক্ষকদের অসন্তোষ

মানস ঘোষ : কলেজ শিক্ষাকে নন ভ্যাকেশন বিভাগ ঘোষণা করার সরকারি উদ্যোগ এখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় ফাইল চাপা পড়ে আছে। এ ব্যাপারে গত ৬ মাসেও নতুন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। সর্বশেষ গতবছর সেপ্টেম্বর মাসে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভিমত চেয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছিল। অর্থ মন্ত্রণালয় পাল্টা আবার সেই চিঠির ব্যাখ্যা চাইলে বিষয়টি সেখানেই থেমে যায়। ইতিমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে কলেজসমূহের ছুটির তালিকা ও শিক্ষাপঞ্জি প্রকাশিত হওয়ায় চলতি বছরেও নন ভ্যাকেশন ঘোষণার কোনো সম্ভাবনা না দেখে কলেজ শিক্ষকদের মধ্যেও অসন্তোষ বিরাজ করছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এর সঙ্গে বাজেটে অর্থ বরাদ্দ রাখার বিষয় জড়িত থাকায় এ ক্ষেত্রে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণে সময় লাগছে। সূত্রমতে, যেহেতু বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের বিবেচনায় রয়েছে তাই দেরিতে হলেও কলেজ শিক্ষাকে নন ভ্যাকেশন ঘোষণা করা হবে। এদিকে কলেজ শিক্ষকরা মন্ত্রণালয়ের এ জাতীয় বক্তব্যকে অজুহাত হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন, এর সঙ্গে জাতীয় বাজেটের অর্থ বরাদ্দের কোনো সম্পর্ক নাই। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নামে যে বাজেট বরাদ্দ হয় তা থেকেই প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান সম্ভব।

প্রসঙ্গত, শ্রেণী শিক্ষকদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) সুপারিশে মন্ত্রণালয় গতবছর প্রথমবারের মতো সরকারি-বেসরকারি কলেজ ও আলিয়া মাদ্রাসাকে নন ভ্যাকেশন বিভাগ ঘোষণা করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব খন্দকার মোস্তান হোসেন গত ২৩ সেপ্টেম্বর অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে একটি চিঠি পাঠান। চিঠিতে ১ জুলাই ১৯৯৯ তারিখ হতে কলেজ শিক্ষাকে নন ভ্যাকেশন ঘোষণা করা হলে পর্যায়ক্রমে ১০ বছর পর এই খাতে আড়াই কোটি টাকার বেশি ব্যয় হবে না বলে উল্লেখ করা হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঐ চিঠিতে মাউশির সুপারিশের কথা উল্লেখ করে বলা হয়, প্রতিবছর সরকারি কলেজে কর্মরত সহকারী অধ্যাপক হতে অধ্যাপক পর্যায়ের প্রায় ৩০০ জন শিক্ষক অবসরে যান। কলেজ শিক্ষা ভ্যাকেশন বিভাগ অন্তর্ভুক্ত থাকায় এইসব শ্রেণী শিক্ষকরা গড় বেতনে অর্জিত ছুটি ভোগ করতে পারেন না। ফলে অবসরে যাওয়ার সময় তাদেরকে ১২ মাস 'অর্ধ গড় বেতনে' এলপিআর ভোগ করতে হয়।

চিঠিতে আরো বলা হয়, ৩০০ জন অবসরপ্রাপ্তদের মধ্যে এমন ৫০ জন থাকেন যারা বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ বা অফিসের কর্মকর্তা। যারা অন্যান্য ক্যাডারভুক্ত সরকারি কর্মকর্তাদের মতো প্রথম ৬ মাস গড় বেতনে ও পরবর্তী ৬ মাস অর্ধ গড় বেতনে এলপিআর ভোগ করে থাকেন। বাকি ২৫০ জনের প্রত্যেককে ৬ মাসের পূর্ণ গড় বেতনের আর্থিক ● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

কলেজ শিক্ষাকে নন ভ্যাকেশন ঘোষণার সরকারি উদ্যোগ

● প্রথম পাতার পর

সুবিধা চলতি অর্থবছরে (২০০০) দেওয়া হলে খরচ হবে সাড়ে ১২ লাখ টাকা। চিঠিতে বলা হয়, দ্বিতীয় বছর এ খাতে ব্যয় দাঁড়াবে সাড়ে ৩৭ লাখ টাকা। একইভাবে ৯ বছর পর অর্থের পরিমাণ দাঁড়াবে ২ কোটি ৩৫ লাখ টাকা। এ ছাড়া হজ পালন বা অন্য কোনো কারণে গড় বেতনে ছুটিতে যেতে হলে তার জন্য কিছু খরচ বাড়বে। তবে সর্বসাকল্যে খরচ আড়াই কোটি টাকার বেশি হবে না বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঐ চিঠিতে বিষয়টি বিবেচনা করে সরকারি ও বেসরকারি কলেজ এবং আলিয়া মাদ্রাসাকে নন ভ্যাকেশন ঘোষণা করার ব্যাপারে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সুচিন্তিত মতামত চাওয়া হয়। জানা গেছে, গত নভেম্বর মাসে অর্থ মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে আরো বিশদ ব্যাখ্যা চেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবরে চিঠি পাঠায়। মাউশি এর একটি ব্যাখ্যা তৈরিও করে। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে ব্যাখ্যাটি এখন পর্যন্ত পাঠানো হয়নি।

উল্লেখ্য, বর্তমান ব্যবস্থায় অন্যান্য সার্ভিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বৎসরে ৩৩ দিন পূর্ণ গড় বেতনে এবং ৩০ দিন অর্ধ গড় বেতনে ছুটি অর্জন করে থাকেন। আর শিক্ষকরা বছরে অর্জন করেন মাত্র ৩০ দিন অর্ধ গড় বেতনে ছুটি। শিক্ষকদের ক্ষেত্রে পূর্ণ গড় বেতনে ছুটি অর্জিত না হওয়ায় জরুরি প্রয়োজনে তারা পূর্ণ বেতনে কোনো ছুটি ভোগ করতে পারেন না। অন্যান্য ক্যাডারভুক্ত সরকারি কর্মকর্তাদের এলপিআর-এর পর ছুটি পাওনা থাকলে তাদের ১২ মাসের বেতন এককালীন পাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। দীর্ঘদিন চাকরি করার পর শ্রেণী শিক্ষকরা অবসরে যাওয়ার সময় ১২ মাসের এই এককালীন বেতনের সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন। কলেজ শিক্ষাকে নন ভ্যাকেশন বিভাগ ঘোষণা করলে শিক্ষকরা পূর্ণ গড় বেতনে ছুটি ভোগ করতে পারবেন।

ব্রিটিশ আমল থেকেই শিক্ষা বিভাগকে ভ্যাকেশন ডিপার্টমেন্ট হিসেবে গণ্য করা হয়। পূর্বে রোজা, শীত এবং গ্রীষ্মকালীন ছুটি মিলিয়ে বেশ কয়েকদিন কলেজ বন্ধ থাকতো। বর্তমানে কলেজ ছুটির ক্যালেন্ডারে বছরে সাপ্তাহিক ছুটি ৫২ দিন এবং অন্যান্য ছুটি ৮৬ দিনসহ মোট ১৩৮ দিন ছুটি দেখানো হলেও প্রকৃতপক্ষে কলেজগুলোয় ১০০ দিনেরও কম ছুটি থাকে। বর্তমানে রোজা ও গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে ভর্তি পরীক্ষা, ভর্তির কার্যক্রম এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও বোর্ডের পরীক্ষাগুলো অনুষ্ঠিত হয়।

সরকারি শিক্ষাপঞ্জিতেও উল্লেখ আছে, যে সকল কলেজ এইচএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে সেই সকল কলেজ পরীক্ষার সময় বন্ধ থাকবে এবং পরীক্ষাকালে বাৎসরিক ছুটি অন্তর্ভুক্ত হবে। জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক মোঃ কফিল উদ্দিন ঘোষিত শিক্ষাপঞ্জির সঙ্গে ছুটির এই অসঙ্গতির কথা উল্লেখ করে ভোরের কাগজকে জানিয়েছেন, পরীক্ষাকালীন শিক্ষকরা যখন বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করেন তখন কিভাবে তারা বাৎসরিক ছুটি ভোগ করেন? প্রসঙ্গত, ঘোষিত ছুটির তালিকা ও শিক্ষাপঞ্জিতে ২৪ দিন গ্রীষ্মকালীন ছুটির সময়েই এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। চলতি বছরে রোজার সময় সরকার সার্কুলার জারি করে প্রথম সপ্তাহ কলেজ খোলা রাখার নির্দেশ দেয়। মাউশির একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, কলেজগুলো আসলে নামে ভ্যাকেশন বিভাগ, কাজে নয়। তিনি গ্রীষ্মকালীন ছুটি তুলে দেওয়া এবং রোজার ছুটি কমিয়ে দেওয়ার সুপারিশ করছেন।

এ ছাড়া বর্তমান ছুটি ব্যবস্থায় সরকারি-আধাসরকারি অফিসগুলো সপ্তাহে দুইদিন বন্ধ থাকে। কিন্তু কলেজ বন্ধ থাকে একদিন। এর ফলে অন্যান্য সার্ভিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বছরে যতোদিন ছুটি ভোগ করে থাকেন শিক্ষকরা ততোদিন ছুটি পান না।

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় চলতি বছরেও কলেজ শিক্ষাকে নন ভ্যাকেশন বিভাগ হিসেবে ঘোষণা না দিয়ে ছুটির তালিকা ও শিক্ষাপঞ্জি ঘোষণা করায় শিক্ষকরা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। সম্প্রতি শিক্ষা সচিবকে বিসিএস শিক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে দেওয়া এক চিঠিতে শিক্ষকদের ক্ষোভ ও হতাশার কথা জানানো হয়। চিঠিতে তারা অন্যান্য সার্ভিসের মতো শিক্ষা সার্ভিসে কর্মরত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে অর্জিত ছুটির সুবিধা দেওয়ার জোর দাবি জানিয়েছেন। তারা বলেছেন, পরিবর্তিত অবস্থায় ক্যাডার সার্ভিসের প্রবর্তনের ফলে ভ্যাকেশন ডিপার্টমেন্টের পুরোনো ধারণা আর প্রযোজ্য হওয়া সমীচীন নয়। এতে শিক্ষকরা অর্জিত ছুটি ও আর্থিক সুবিধা দুটো থেকেই বঞ্চিত হচ্ছেন।